অধ্যায় ৭ : বাংলা সাহিত্য অনুবাদ— সোফোক্লেস-এর আন্তিগোনে শিশির কুমার দাশের অনুবাদ—২

বিন্যাস ক্রম

৭.১.০ জ্ঞাতব্য বিষয়
৭.২ পরিচিতি
৭.৩ অনুবাদ চর্চা ও তার প্রতিবন্ধকতা
৭.৪ শিশিরকুমার দাশ অনুদিত 'আন্তিগোনে' নাট্য-ভাবনা
৭.৫ 'আন্তিগোনে' : লক্ষ্য ভাষায় অনুবাদ বিশেষের গুরুত্ব
৭.৬ অধ্যায় সংক্ষেপ
৭.৭ অধ্যায়টি পাঠ করে আমরা কী শিখলাম
৭.৮ অতিরিক্ত পঠন
৭.৯ অগ্রগতি নির্ধারক উত্তর-সংকেত
৭.১০ আদর্শ প্রশ্নাবলি

৭.১ জ্ঞাতব্য বিষয়

এই অধ্যায় পাঠ করে শিক্ষার্থী—

- অনুবাদ চর্চা ও তার প্রতিবন্ধকতা বিষয়ে জানতে পারবেন।
- 'আন্তিগোনে' নাটকের নাট্যভাবনা বিষয়ে অবগত হবেন।
- অনুবাদটি গুরুত্ব বিষয়ে জানবেন।

৭.২ পরিচিতি

"সে-ই আমাদের সীতা ও শকুন্তলা, আমাদের দ্রৌপদী, আমাদের গান্ধারী। মহাভারত ও রামায়ণ থেকে শুরু করে কালিদাস ও ভবভূতির কাব্য হয়ে আমাদের ভাষায় ও সাহিত্যেও বহুযুগের বহু নায়িকার কণ্ঠস্বর বহন করে এনেছে আন্তিগোনের সেই প্রতিবাদ।" (রণজিৎ গুহ, প্রেম না প্রতারণা, ২০১৩: ২৭)

বিশ্বনাট্য সাহিত্যে আন্তিগোনে বিদ্রোহিনী ও প্রতিবাদী। রাজকন্যা সে, রাজপুত্র হাইমোনের বাগদত্তা; তবু রাজসুখকে হেলায় তুচ্ছ করে সে পথে নামে। সম্পর্কে মামা, ভাবী শ্বশুর এবং থীবেস-রাজ ক্রেওনের নির্দেশ অমান্য করে সে এক ভাইয়ের শেষকৃত্য পালনে অগ্রসর হয়। মৃত্যুর সামনে দাঁড়িয়ে আন্তিগোনে তার মানবিক কর্তব্য থেকে বিচ্যুত হতে রাজি নয়। থিবেসের ট্র্যাজিক নায়ক অয়দিপাউসের

কন্যা আন্তিগোনে নির্ভয়া। পাশে যদি সহোদরা ইসমেনেকে নাও পায় তবু তার কর্তব্য আর সঙ্কল্প থেকে তাকে টলানো অসম্ভব। হাইমোনের ভালবাসা, ক্রেওনের অনুরোধ সব ঠেলে দিয়ে সে তর্ক করে। নারী হয়েও পুরুষের প্রতিস্পর্ধী হয়ে ওঠে। তার মৃত্যু ক্রেওনের চোখ খুলে দিয়ে যায়। একটি অকালমৃত্যুর মূল্যে পুত্র, স্ত্রী এবং রাজত্ব সব হারিয়ে একলা ক্রেওন হাহাকার করে। তার দম্ভের হাত ধরে আসে পতন। আনুমানিক ৪৪০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে সোফোক্লেসের কলমে অবিস্মরণীয় গ্রিক ট্র্যাজেডি 'আন্তিগোনে'র নায়ক ক্রেওন, নায়িকা আন্তিগোনে। নিয়তিবাহিত এই ট্র্যাজেডির ভিতরে এক দুঃসাহসিকা নারীর কণ্ঠস্বর উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। বিশ শতকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে সেই বিদ্রোহিণীকে নতুন-ভাবে নির্মাণ করেছেন ফরাসি নাটককার জাঁ আনুই, দণ্ডদাতা ক্রেওনের বিবেচনাবোধ আর অসহায়তাও নবনির্মিত। ব্রেখটের জার্মান নাটক-কবিতায় কিংবা কবিতা সিংহের বাংলা কবিতা, এমনকি দ্বিজেন্দ্রলালের 'সাজাহান' নাটকে আন্তিগোনের এই আপসহীন মহিমা বিকীর্ণ হয়েছে। আজও সাহিত্যে, শিল্পে, সমাজে যেখানেই একলা মেয়ের প্রতিবাদী কণ্ঠ উদ্যত হয়, হৃদয়ধর্মকে যে-নারী অস্বীকার করে না কোনও মূল্যেই, সেখানেই যেন পুনর্নির্মিত হয় 'থিম' আন্তিগোনে। 'আন্তিগোনে' তাই চিরকালের নাটক।

৭.৩ অনুবাদ চর্চার প্রয়োজনীয়তা ও তার প্রতিবন্ধকতা

এক দেশের সংস্কৃতি অন্য দেশে ছড়াতে ব্যর্থ হলে এবং অন্যদেশের সংস্কৃতির রস নিজের মধ্যে আহরণ না করতে পারলে, সেই সংস্কৃতির বিকাশ রুদ্ধ হয়ে যায়। অর্থাৎ, একটি সংস্কৃতির আয়ত্তে অন্যদেশের সংস্কৃতির সঙ্গে বিনিময়ে করার ক্ষমতা থাকা প্রয়োজন। এর ফলে বিভিন্ন দেশের সৃষ্টিকর্ম এবং চিন্তাভাবনার পারস্পরিক বিনিময় হবে। তবে বিনিময় করার সময় প্রত্যেক দেশের জাতীয় সংস্কৃতি নামক পৃথক চরিত্রকে বজায় রাখা প্রয়োজন। এইভাবে পারস্পরিক বিনিময়ের মধ্যে দিয়ে একটি ভাষা যেমন সমৃদ্ধ হতে পারে, তেমনি একজন সাহিত্যিকও নিজের সৃষ্টিকর্মের ঘাটতি পূরণ করতে পারেন এবং এভাবে সকলেই সমৃদ্ধ হওয়া সম্ভব।

একজন সাহিত্যিকের পক্ষে যেমন বিভিন্ন ভাষা জানা সম্ভব নয়, তেমনি একজন মাত্র পাঠকের পক্ষেও অনেকগুলি ভাষা শেখা সম্ভব নয়। তাই পারস্পরিক সাহিত্যের বিনিময়ের ক্ষেত্রে গ্যেটে অনুবাদের আশ্রয় নিতে চেয়েছিলেন। দেশ-কালের দূরত্ব মোচনের জন্য অনুবাদ-ই সবচেয়ে কার্যকরী। প্রাচীন সাহিত্য যাকে আমরা 'ক্লাসিক' (ধ্রুপদী) নাম দিয়েছি, অনুবাদের মধ্যে দিয়ে সেই প্রাচীন সাহিত্য সমকালীন সাহিত্যের অংশ হয়ে ওঠে। আর সেই কারণেই যুগে যুগে নতুন অনুবাদের প্রয়োজন হয়।

একটি ভাষা থেকে আরেকটি ভাষায় কোনো সাহিত্য অনুবাদ করতে গেলে ভাষাগত, ভাবগত, শব্দবিন্যাসগত নানা সমস্যার উদ্ভব হয়। অনুবাদের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল ভাষার ভঙ্গি বা স্টাইল। দুটি ভিন্ন ভাষা প্রকাশের পথ সম্পূর্ণ আলাদা, তাদের মধ্যে শব্দ ও প্রতিশব্দের মিলও পাওয়া যায় না।

আবার বাংলাতে বিশেষণ বাক্যাংশ যেমন কর্তৃপদের আগে বসে, ইংরেজিতে বিশেষণ সমেত কর্তৃপদ প্রথমে বসে, তারপরে বিশেষণ বাক্যাংশ বসে। ইংরেজিতে ক্রিয়াপদ কর্তার কিছু পরে, কখনো আগে বসে। আর বাংলায় ক্রিয়াপদ বাক্যের শেষে বসে।

অনুবাদকের ক্ষেত্রে আরেকটি সমস্যা হল শিল্পরূপায়ণের। এছাড়া ছন্দগত দিক থেকেও অনুবাদকালে কিছু সমস্যা দেখা যায়। উচ্চারণ রীতি অনুসারে এক ভাষার সঙ্গে অন্য ভাষার ঝোঁকের একটা পার্থক্য থাকে। সেজন্য একভাষার কবিতার ছন্দকে অন্যভাষার কবিতায় অনুবাদ করা কঠিন হয়ে যায়, আবার একটি কবিতাকে গদ্যে অনুবাদ করা হলে, কবিতার যে তান আছে, তাও অনুবাদে পাওয়া যায় না।

সাধারণ পাঠকরাই একটি অনুবাদের সাফল্যের বিচার করার ক্ষেত্রে বড় ভূমিকা নিয়ে থাকেন। তাই অনুবাদক যদি অনুবাদে নিজের দেশের সংস্কৃতিকে ফুটিয়ে তুলতে না পারেন, তবে তা পাঠকের রসসংবেদন করতে ব্যর্থ হবে। তখন অনুবাদকের উদ্দেশ্য এবং পাঠকের উদ্দেশ্যের মধ্যে বিরোধ ঘটবে, এজন্য অনুবাদকালে উদ্ভূত সমস্যার সমাধানের জন্য প্রথমেই অনুবাদককে মূল রচনার গ্রহণ, বর্জন ও পরিমার্জনা করতে হয়।

তবে সবসময় শুধু পাঠকই কোনো অনুবাদের মূল লক্ষ্য নন। অনুবাদক একটি রচনা পাঠ করে যে-আনন্দ উপলব্ধি করেন, তাই তাঁকে অনুবাদ করতে প্রেরণা দেয়। এর ফলে মূল রচনাকার এবং অনুবাদকের উদ্দেশ্যের মধ্যে কোনো বিরোধিতা থাকে না এবং অনুবাদ এক নতুন শিল্পকর্ম হয়ে ওঠে। কারণ মূল রচনাকার এবং অনুবাদকের উদ্দেশ্যের মধ্যে বিরোধ ঘটলে অনুবাদ হয় পঙ্গু। তবে আদর্শ অনুবাদের সার্থকতা এই যে, তা ভাষাকে সমৃদ্ধ করে এবং আমাদের নান্দনিক চৈতন্যকে সমৃদ্ধ করে তোলে।

✍ অগ্রগতি নির্ধারক প্রশ্ন

১। অনুবাদচর্চার প্রতিবন্ধকতাসমূহ লিখুন। (২০০ শব্দের মধ্যে)

৭.৪ শিশিরকুমার দাশ অনুদিত ‘আন্তিগোনে’ নাট্য-ভাবনা : মূলানুগত্য ও মৌলিকতা

সোফোক্লেস প্রাচীন গ্রিসের অন্যতম মহান নাট্যকার। তিনি তাঁর দীর্ঘ জীবনে ১২৩টি নাটক রচনা করেছিলেন। তাঁর ‘আন্তিগোনে’ নাটকটি এক বিশেষ সমাজগত নাট্য-ভাবনার ফল, যার বাস্তব রূপায়ণ ঘটেছে আলোচ্য শিশিরকুমার দাশের অনুদিত ‘সোফোক্লেস-এর আন্তিগোনে’ নাটিকটিতেও। শিশিরকুমার দাশ প্রায় সোফোক্লেস বর্ণিত নাট্য কথাকেই তুলে এনেছেন, তবুও কোথাও যেনে একেবারে তিনি বঙ্গীয় মাটির মমতাগত লালিত্যকে অস্বীকার করতে পারেননি। ফলত তাঁর এই অনুদিত নাট্য-ভাবনায় যেমন

রয়েছে পাশ্চাত্য ভাবনার বজ্র-কঠিন মনোভাব তেমনি বঙ্গীয় মমতা বোধ সমগ্র নাটকে বিশেষত আন্তিগোনে চরিত্রে লালিত হয়েছে। আলোচ্য অনুদিত নাটকে আন্তিগোনে মানে বিশেষ একটা নিয়ম, যাকে গ্রীকরা বলতেন 'নোমোস'-তা লিখিত হতে পরে, অলিখিত হতেও পারে। তার উদ্দেশ্য তবু বিশেষ সমাজের নিয়ন্ত্রণ নয়, মানবের সমস্ত আচরণ নিয়ন্ত্রণ। ক্রেয়োনের নিয়মকে আন্তিগোনে 'নোমোস্' বলে মানতে রাজি নয়। তাকে সে বলেছে 'কেরুগনা' অর্থাৎ নির্দেশ, জনগণের জন্য ইস্তাহার বা ঘোষণা মাত্র। আন্তিগোনের মুখেই আমরা প্রথমে শুনলাম যে ক্রেয়োনের আদেশ হল পলুনেইকেসের দেহ সমাধিস্থ করা হবে না, তার শবদেহ হবে শকুনিদের ভোগ। সেইসঙ্গে কড়া নির্দেশ হল, যে ঐ আদেশ লঙ্ঘন করবে তার মৃত্যু হবে জনসাধারণের নিক্ষিপ্ত পাথরে। প্রথমেই প্রশ্ন ওঠে ক্রেয়োনের আদেশ কতটা ন্যায়সঙ্গত। গ্রীকরা শত্রুদেরও সমাধিস্থ করার প্রথায় বিশ্বাসী ছিলেন। অনেক ক্ষেত্রে অবশ্যই, বিশেষ করে অপবিত্র মানুষের বা বিশ্বাসঘাতকের ক্ষেত্রে, তাঁরা শেষকৃত্য করতেন না। সেদিক থেকে ক্রেয়োনের আদেশে সামাজিক সমর্থন আছে। আন্তিগোনের মুখ থেকে এই আদেশ শোনার একটা তাৎপর্য আছে। আন্তিগোনে এমন একজন যার পক্ষে শেষকৃত্য করা একটা পারিবারিক কর্তব্য। রাজাদেশ ও পারিবারিক কর্তব্যের দ্বন্দ্ব এই ভাবে শুরু হল নাটকে। তারপর ক্রেয়োন থীবেসের বৃদ্ধদের কাছে এই আদেশ শোনালেন, ক্রেয়োন কিন্তু তাঁদের পরামর্শ নিলেন না। তিনি আগেই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, এখন শুধু তাঁদের জানিয়ে দিলেন। এখানে দেখা যাচ্ছে তাঁর মধ্যে বিচারকের সমদর্শিতা নেই, বিবেচনা নেই; পলুনেইকেসের প্রতি তাঁর তীব্র ঘৃণা। তার মৃতদেহ যে পাখিদের খাদ্য হবে তাতে যেন তাঁর তৃপ্তি। বৃদ্ধরা তাঁর মতের প্রতিবাদ করেননি, কিন্তু প্রকারান্তরে বলেছেন যে এটা ক্রেয়োনের সিদ্ধান্ত, অর্থাৎ, ক্রেয়োনের সিদ্ধান্ত কতদূর সঙ্গত সে সম্বন্ধে তাঁদের মনে সন্দেহ আছে কোথাও। কেউ তখন তাঁকে অন্য কোনো সিদ্ধান্ত নিতে অনুরোধ করলে তিনি শুনতেন বলে মনেও হয় না। হাইমোন যখন তাঁকে পুনর্বিবেচনা করতে বলেছিলেন তখন ক্রেয়োন অসহিষ্ণুভাবে তাঁকে ভর্ৎসনা করেছেন। অন্ধ ভবিষ্যদ্বক্তা যখন তাঁকে সদুপদেশ দিতে চেয়েছেন তখন ক্রেয়োন তাঁকে অন্যায়ভাবে ধিক্কার দিয়েছেন। আরো পরিণত বয়সে সোফোক্লেস যখন 'ওইদিপৌস তুরাননুস' (রাজা ওইদিপৌস) নাটক লিখেছিলেন তখন যে ক্রেয়োন সৃষ্টি করেছিলেন, তার মধ্যে ঔদ্ধত্য ছিল না। ছিল যুক্তিবাদী এক মানুষের চরিত্র। বরং ওইদিপৌসের ঔদ্ধত্য ও হঠকারিতার সঙ্গেই যেন এই ক্রেয়োনের যোগ। আন্তিগোনের ক্রেয়োন চরিত্র সম্বন্ধে বলা চলে না যে ক্রোয়োনের নির্দেশ যুক্তিশাসিত। হাইমোনের সঙ্গে বিতর্কের সময় তিনি সদম্ভে ঘোষণা করেছিলেন যে তিনি রাজা, তিনি অন্যের ইচ্ছায় পরিচালিত হবেন না। তাই হাইমোন ক্ষোভের সঙ্গে বলেছিল 'সেক্ষেত্রে নির্জন দ্বীপে রাজা হলে ভালো করতেন।' ক্রেয়োনের চরিত্র একদিকে যেমন গণতন্ত্রর বিরোধিতা, অন্যদিকে প্রবল অহমিকা। এই অহমিকা থেকে জন্ম নিয়েছে তার সবচেয়ে বড় ত্রুটি 'হুব্রিস'। গ্রীকরা যাকে মনে করতেন মানুষের সবচেয়ে বড় অপরাধ।

আন্তিগোনের দিক থেকে দেখলে নাটকের কেন্দ্রবিন্দু রক্তবন্ধনের গুরুত্বে। একেবারে প্রথম ছত্র থেকেই এই রক্তবন্ধনের সূত্রটি ধরিয়ে দিয়েছেন নাট্যকার। আন্তিগোনের প্রথম বাক্যই হল: এ কোইনোন্ আউতাদেলফোন ইস্পেনেস কারা, এখানে দুটি শব্দের প্রতি বিশেষ ভাবে লক্ষ করা দরকার। 'কোইনোন্' কথাটির অর্থ 'মিল', 'ঐক্য', 'অংশভাগী', 'এক উৎসজাত'। 'আউত' আর 'আদেলফোন' সন্ধি করে হয়েছে। 'আউতাদেলফোন'। 'আদেলফোন' কথাটির অর্থ 'সহোদর', আর 'আউত' মানে 'নিজের'। অর্থাৎ ইসমেনের প্রতি আন্তিগোনের যে সম্বোধন, তার আক্ষরিক অনুবাদ করলে দাঁড়ায় 'এক উৎসজাত, আমার আপন সহোদরা ইসমেনে'। এই দুটি শব্দ এই নাটকে বারবার ফিরে ফিরে এসেছে। ইসমেনে দুই ভাইয়ের মৃত্যু বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছে, 'একদিনে আত্মঘাতী যুদ্ধে/নিজেরা হত্যা করল নিজেদের।' এই লাইনটির মূলের আক্ষরিক অনুবাদ হবে 'পরস্পরের হাত থেকে এক মৃত্যুকে ভাগ করে নিল দুজনে'। ঠিক এইভাবেই কোরাস বলেছে, 'এক মৃত্যুর অংশ নিল তারা।' গ্রীকে ব্যবহার করা হয়েছে কোইনৌ থানাতৌস (সামান্য মৃত্যু)। ইংরাজিতে বললে 'common death'। সমস্ত নাটকেই হয় এই 'সামান্য' বা 'এক উৎস-জাত' বা 'সহোদর' কথাটির ব্যবহার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আন্তিগে নে। ক্রয়োনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে তার প্রধান কারণ ক্রেয়োন এই রক্তবন্ধনের গুরুত্বকে অস্বীকার করেছে। ইসমেনেকে সেই কথাটি স্পষ্ট করে বলেছে আন্তিগোনে: আমাকে ভাইয়ের কাছ থেকে দূরে সরাবার কোনো অধিকার তার নেই। আর একবার বলেছে: 'তুই আজ তাকে অস্বীকার করিস সে যে তোর সহোদর। তার সংগ্রামের পেছনে কোনো বিশেষ আদর্শ, নীতি বা ধর্ম প্রধান নয়। তার সংগ্রাম ব্যক্তিগত কর্তব্যবোধের।' তার মানে এই নয় যে এই ব্যক্তিগত বোধের কোনো নৈতিক ও ধর্মীয় সমর্থন নেই। আন্তিগোনে নিজেও অলিখিত শাশ্বত নিয়মের কথা স্মরণ করেছে। কিন্তু সেই শাশ্বত নিয়ম রক্ষা করার জন্য তার আগ্রহ যতটা তার চেয়ে বেশি ব্যক্তিগত কর্তব্যবোধের দাবি। পলুনেইকেসের মৃতদেহ সৎকারের দায়িত্ব দুই বোনের এবং ক্রেয়োনেরও কারণ ক্রেয়োন তার রক্তসম্পর্কিত। ক্রেয়োন তার দায়িত্ব অস্বীকার করেছে। ইসমেনেও রাজি হয়নি দায়িত্ব নিতে। আন্তিগোনের কর্তব্য তাই একান্ত ব্যক্তিগত। এই জন্যই সে বলেছে: 'যদি আমি আজ স্বামী হারাতাম, হারাতাম সন্তান তাহলে হয়তো রাজার আদেশ লঙ্ঘনে দ্বিধা হত।'

অনেক পণ্ডিত, অনেক সমালোচক এই লাইনগুলিকে প্রক্ষিপ্ত মনে করতে পারলে সুখী হন, কারণ তাঁরা আন্তিগোনেকে দেখতে চান আদর্শের জন্য শহীদরূপে। যিনি শহীদ তিনি কেন এমন ব্যক্তিগত যুক্তি দেবেন? কিন্তু আন্তিগোনে চরিত্রের এটাই রহস্য, যদি কোনো রহস্য থেকে থাকে। যেভাবে ধর্মের জন্য লোকে প্রাণ দেয়, যেমন খ্রিস্টান সন্তরা দিয়েছেন, আন্তিগোনে সেইরকম কোনো ধর্মীয় উন্মাদনায় প্রাণ দেননি। তাঁর সমস্ত বক্তব্যে, সমস্ত আচরণে প্রাধান্য ব্যক্তিগত রক্তসম্বন্ধের। ক্রেয়োন তাই হাইমোনকে বলেছিলেন আন্তিগোনে সম্বন্ধে: 'যদি চায়, জেউসের কাছে' ভ্রাতৃপ্রীতি, রক্তবন্ধনের গৌরব ঘোষণা করে প্রার্থনা করুক। প্রকৃতপক্ষে এখানেও মূলে জেউসের যে বিশেষণ ব্যবহার করা হয়েছে তার অর্থহল 'রক্তবন্ধনের বা আত্মীয়তাবোধের অধিষ্ঠাতা।' সেইজন্যই ক্রেয়োন

যখন দুই ভাইয়ের মধ্যে পার্থক্য করছিলেন তাদের দেশপ্রেমের ভিত্তিতে, একজন দেশদ্রোহী, অন্য জন দেশপ্রেমিক; এবং বলেছিলেন শত্রু চিরকালই শত্রু, মৃত্যুর পরেও শত্রু। তখন আন্তিগোনের উত্তর ছিল: 'আমার প্রকৃতি ঘৃণা নয়, আমার প্রকৃতি ভালোবাসা।'

✍ অগ্রগতি নির্ধারক প্রশ্ন

২। শিশিরকুমার দাশ অনুদিত 'আন্তিগোনে' নাট্য-ভাবনাটি সংক্ষেপে লিখুন। (২০০ শব্দের মধ্যে)

৭.৫ 'আন্তিগোনে' : লক্ষ্য ভাষায় অনুবাদ বিশেষের গুরুত্ব

আন্তিগোনে লেখা হয়েছিল সম্ভবত ৪৪০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে। সোফোক্লেসের বয়স তখন প্রায় ছাপান্ন। সম্ভবত এটিই তাঁর প্রথম জনপ্রিয় নাটক। তাঁর শতাধিক নাটকের মধ্যে যে সামান্য কটি এখনও বেঁচে আছে, তাদের মধ্যে এটি তাঁর প্রথম পর্বের রচনা। এর সবচেয়ে বড় গুণ এর গীতিধর্মিতা। এই নাটকের মধ্যে সোফোক্লেসের কয়েকটি শ্রেষ্ঠ গীতিকবিতা আছে-তাঁর মানববন্দনা কিংবা অপরাজেয় আফ্রোদিতের স্তুতি যা গ্রীক সাহিত্যের স্মরণীয় সম্পদ। তৃতীয় পর্যায়ে আন্তিগোনের সংলাপগুলিও গান আর ভাষার সৌন্দর্যে অত্যন্ত তৃপ্তিকর।

অনুবাদকের বিরাট সমস্যা হল সোফোক্লেসের সংলাপের ঋজুতা ও স্পষ্টতা, সংযম ও কাঠিন্যকে ফুটিয়ে তোলা, তাঁর গানগুলির ভাষাসংগীত ভাষান্তরে সৃষ্টি করা। যেহেতু এ নাটক অনুবাদ করেছি এই যুগের নাটকের জন্য এবং আমার লক্ষ্য এঁর অভিনয়, তাই আমি গান ও সংলাপকে বিশেষ করে আন্তিগোনে ও ক্রেয়োনের যে সব উক্তি গান-সেগুলিকে স্বতন্ত্র করতে চাইনি। তার অর্থ এই নয় যে গান থাকলেই তা আধুনিক দর্শক সহজে গ্রহণ করবেন না বা আধুনিক মঞ্চে অভিনয়ের বাধা সৃষ্টি করবে। হয়তো যোগ্য অভিনেতা, যোগ্য পরিচালকের হাতে তা একটি অপূর্ব সৃষ্টিতে পরিণত হতে পারে। কিন্তু আমার মনে হয়েছে সাধারণভাবে গানগুলি কিছুক্ষণের জন্য নাটকের গতি রুদ্ধ করতে পারে। মনে হয়েছে গানের কথাগুলি সুরহীন নৃত্যহীন হয়েও এত সুন্দর, এত সূক্ষ্ম যে তাদের যথার্থ উচ্চারণেই একটা জাদু আছে। কথাই যথেষ্ট, সুর অতিরিক্ত। বিশেষ করে গ্রীক সুর ও গ্রীক নৃত্যের সঙ্গে আমাদের পরিচয় যখন প্রায় নেই, তখন সুরযোজনা ও নৃত্যরচনার ফলে হয়তো গ্রীক আবহাওয়া বিঘ্নিত হতে পারে।

কিন্তু এই গানগুলির বাক্যসজ্জা শব্দসজ্জা ও ধ্বনিগুণ, সংলাপ অংশ থেকে এমনই পৃথক যে অনুবাদে তাদের কিছুটা স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করা উচিত। তাই সেই প্রয়োজনেই ছন্দের এবং ছন্দস্পন্দনের বিভিন্নতা সৃষ্টি করতে চেয়েছি। সমর্থ হয়েছি কিনা অন্য প্রশ্ন। অনেকটা সেই প্রয়োজনেই কখনো কখনো মিল দিয়েছি, যদিও গ্রীক কবিতায় অন্ত্যানুপ্রাস নেই কখনো কখনো মিশ্র ছন্দের ব্যবহার করেছি। সেই প্রয়োজনেই সংলাপের মধ্যে দুই ব্যক্তির ভাষাভঙ্গির পার্থক্য সৃষ্টির জন্য ভিন্ন ছন্দের আশ্রয় নিয়েছি। ক্রেয়োন এবং প্রহরীর কথোপকথন এই প্রসঙ্গে বিশেষ ভাবে লক্ষ করতে বলি। প্রহরীর মুখে বসিয়েছি দলবৃত্ত, কিন্তু ক্রেয়োনের মুখে অসমবৃত্ত বা একটা মিশ্রবৃত্ত।

ক্রেয়োন। প্রশ্ন শুনলে জ্বালা করে। যাও যাও
প্রহরী। জ্বালা করে! জ্বালাটি কি
মনে কিংবা কানে?
ক্রেয়োন। আমার কোথায় জ্বালা সে তোমার
এত সূক্ষ্মভাবে না জানলে চলছে না?

এখানে দুজনের ছন্দ-ব্যবহার ভিন্ন। সম্ভবত বাংলা নাটকে এ পরীক্ষা আগে হয়নি। এর সার্থকতা কতটা তা বোঝা যাবে শুধু রঙ্গমঞ্চে। আমি ভিন্ন ভিন্ন ছন্দ ব্যবহার করতে চেয়েছেন শুধু এই জন্য যে ক্রেয়োন ও প্রহরীর ভাষা-বৈশিষ্ট্য পৃথক করাই যথেষ্ট নয়। তাদের বাক্-ভঙ্গিটাও পৃথক করার লাভ আছে, আর এই বাভঙ্গির স্বাতন্ত্র্য ফোটাবার জন্য ছন্দ বিশেষভাবে সহায়ক। সোফোক্লেসের ভাষার বা সাধারণভাবে গ্রীক নাটকের ভাষার মধ্যে আছে একটা বর্ণাঢ্যতা, রূপকে-প্রতিমায় মেশা জটিলতা, শব্দের মধ্যে দ্ব্যর্থতা বা অনেক সময় বহু অনুষঙ্গের প্রলেপ। বলাই বাহুল্য কোনো অনুবাদকের পক্ষেই এক ভাষার সব সৌন্দর্য, সব অনুষঙ্গ আরেকটি ভাষায় পুরোপুরি সঞ্চারিত করা সম্ভব নয়। তা শুধু অনুবাদকের সামর্থ্যের ওপর নির্ভর করে না। তা মূলত ভাষার প্রকৃতির ওপর নির্ভরশীল। প্রত্যেক ভাষার সঙ্গে একটি সমাজের, একটি কালের আত্মীয়তার বন্ধন এত নিবিড়, যে তাকে অন্য ভাষায় রূপান্তরিত করতে গেলেই অনুষঙ্গের অনেক মাত্রা হারাতে হয়। প্রাচীন কালের একটি নাটককে একটি আধুনিক ভাষাতে অনুবাদ করতে চেয়েছি। এর প্রাচীনত্বের অনেক অনুষঙ্গ তাই এখানে অস্পষ্ট; একটা প্রাচীন সমাজের অনেক চিন্তা, অনেক অভিজ্ঞতা আমার ভাষায় ধরা দিতে চায় না। তবু যদি কিছু ধরা পড়ে থাকে তা হল ঐ প্রাচীন নাটকের অন্তর্নিহিত আধুনিকতা।

৭.৬ অধ্যায় সংক্ষেপ

সোফোক্লেস তাঁর 'আন্তিগোনে' নাটকের মধ্য দিয়ে এক প্রতিবাদী, ব্যক্তিত্বময়ী নারীর চরিত্র অঙ্কন করেছেন। দেশীয় রাজনীতির উর্দ্ধে যে মানবতাবোধ, পারিবারিক উত্তরাধিকার সর্বোপরি দেবতার প্রতি শ্রদ্ধাবোধ তা প্রায় সবকটিই আলোচ্য নাটকের নাম চরিত্রের মধ্য দিয়ে প্রচারে উন্মুখ। অপরদিকে ক্রেওন হল রাজশক্তির প্রতীভূ যার কাছে শাসনই মূল, আইনের বেড়াজালে সে বেঁধে ফেলতে চায় দেবতার নির্দেশ ও মানিবিক আত্মিকতাসমূহকে। 'আন্তিগোনে' নাটক পাঠ করে অনেকের মনে হতে পারে যে এখানে দুটি সমশক্তিমান মতের সংঘাত দেখা গেছে। ক্রেওন রাষ্ট্রের পক্ষে, নিয়মের পক্ষে, আইন ও শৃঙ্খলার পক্ষে, আর আন্তিগোনে মানবসমাজের অলিখিত নিয়ম ও মানবতার পক্ষে। রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে সে বিদ্রোহ করেছে, তাই রাষ্ট্রের প্রতিনিধি ক্রেওন তাকে দণ্ড দিয়েছে। রাষ্ট্রের নির্দেশ অমান্য করেছে আন্তিগোনে, তাই তার মৃত্যু। আবার ক্রেওন লঙ্ঘন করেছে চিরন্তন বিধি, তাই তার মৃত্যু। এই

কথাটাই একসময়ে বলেছিলেন হেগেল। দুটি চরিত্র দুটি ভিন্ন মুখ থেকে নীতির সমর্থন খুঁজেছে। দুজনেই আংশিক ঠিক। দুজনেই আংশিক ভুল। নীতিকে তারা দেখেছে খণ্ডিত দৃষ্টিতে।

ক্রেওন আর আন্তিগোনেকে গড়া হয়েছে যেন সচেতনভাবেই পরস্পরের বিরোধী করে। এদের নামেও আছে তার প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত। ক্রেওনের অর্থ শাসক; আন্তিগোনে অর্থ করা চলে বিদ্রোহিনী হিসাবে। চরিত্রের মধ্যেও সেই দ্বন্দ্ব: একজন পুরুষ বিপরীতে আরেকজন নারী। ক্রেওন বারবার বলেছে সে নারীর কাছে নতি মানতে চায় না, মেয়েদের স্থান অন্তঃপুরে, রাষ্ট্রকর্মে নয়। ইসমেনেও একবার আন্তিগোনেকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছে যে, পুরুষের সঙ্গে যুদ্ধ নারীর কাজ নয়। ক্রেওন পুরুষের শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে যে পরিমাণ সচেতন, নারীর কর্মক্ষেত্রের সংকীর্ণতা সম্বন্ধেও সেই পরিমাণে নিশ্চিত। ক্রেওনের আনুগত্য রাষ্ট্র; আন্তিগোনের আনুগত্য পরিবার, রক্তবন্ধন। একজনের ভূমিকা শাসকের, পিতার, আরেকজনের ভূমিকা, শাসিতের, কন্যার এবং ভগ্নীর; একজনের কাছে বড় রাষ্ট্রের নিয়ম, আরেকজনের কাছে অলিখিত প্রথা; একজনের প্রধান অস্ত্র রাষ্ট্রশক্তি, নিয়ম, অন্যের আত্মবিশ্বাস, ধর্ম। ক্রেওন মনে করে আন্তিগোনে হঠকারী, উগ্র; আন্তিগোনে মনে করে ক্রেওন স্বেচ্ছাচারী, হিংস্র। তাই দুজনেরই পরিণতি দুঃখে। এই ভাবে অনুবাদেও এই দুই বিরোধী চিন্তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

৭.৭ অধ্যায়টি পাঠ করে আমরা কী শিখলাম

এই অধ্যায়টি পাঠ করে আমরা সর্বপ্রথমে পাশ্চাত্যের ধ্রুপদী সংস্কৃতির ধারক গ্রীক সংস্কৃতির অর্ন্তভূক্ত সোফোক্লেসের নাট্য সত্তা ও গ্রীক নাট্য সমাজে 'আন্তিগোনে' নাটকের অবস্থান কতটা দৃঢ় সে সম্পর্কে জানতে পারলাম। এছাড়া—

- মানব সমাজ অনর্ভূক্ত কোন ব্যক্তিবিশেষই যে একেবারে ঠিক নয় তার প্রমাণ এ নাটকে বর্তমান।
- নারীর অধিকার যে চিরকাল রাষ্ট্রের কায়েমী শক্তি কেড়ে নিতে চায় তার প্রমাণ আন্তিগোনে স্বয়ং।
- মানব শাসন যে নিয়তি শাসনের বা দেবতার শাসনের উর্দ্ধে নয় তাকেও বাস্তবায়িত করা হয়।
- আত্মবিশ্বাস, অদম্য সাহস ও ব্যতিক্রমী চিন্তা যে পারে যে কোনো অন্যায় শাসনের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে তাকেও এই নাটকে সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে।

৭.৮ অতিরিক্ত পঠন

- আনুই, জাঁ (১৯৪৭); আন্তিগোনে : এ ট্র্যাজেডি; অনুবাদ- লুই গালান্তিয়ের : র‍্যাণ্ডম হাউস
- গুহ, রণজিৎ (২০১৩); প্রেম না প্রতারণা; কলকাতা : দেজ পাবলিশিং
- দাশ, শিশিরকুমার (২০০২); গ্রীক নাটক সংগ্রহ; কলকাতা : দেজ পাবলিশিং
- দাশ, শিশিরকুমার (২০০৪); সোফোক্লেস-এর আন্তিগোনে; কলকাতা : প্রমা প্রকাশনী

- বন্দ্যোপাধ্যায়, অমৃতাভ (২০১১); পাশ্চাত্য রাষ্ট্রচিন্তার ইতিহাস; কলকাতা : সুহৃদ পাবলিকেশন
- মুখোপাধ্যায়, তরুণ (২০১৭); বাংলা নাটকে পশ্চিমের আলো; কলকাতা : এবং মুশায়েরা

৭.৯ অগ্রগতির নির্ধারক উত্তর-সংকেত

১। এক দেশের সংস্কৃতি অন্য দেশে ছড়াতে ব্যর্থ হলে এবং অন্যদেশের সংস্কৃতির রস নিজের মধ্যে আহরণ না করতে পারলে, সেই সংস্কৃতির বিকাশ রুদ্ধ হয়ে যায়। অর্থাৎ, একটি সংস্কৃতির আয়ত্তে অন্যদেশের সংস্কৃতির সঙ্গে বিনিময়ে করার ক্ষমতা থাকা প্রয়োজন। .....এই ভাবে উত্তরটি সাজিয়ে লিখুন। (দ্রষ্টব্য ৭.৩ অংশ)

২। সোফোক্লেস প্রাচীন গ্রিসের অন্যতম মহান নাট্যকার। তিনি তাঁর দীর্ঘ জীবনে ১২৩টি নাটক রচনা করেছিলেন। তাঁর 'আন্তিগোনে' নাটকটি এক বিশেষ সমাজগত নাট্য-ভাবনার ফল, যার বাস্তব রূপায়ণ ঘটেছে আলোচ্য শিশিরকুমার দাশের অনুদিত 'সোফোক্লেস-এর আন্তিগোনে' নাটিকটিতেও। ..... এই ভাবে উত্তরটি সাজিয়ে লিখুন। (দ্রষ্টব্য ৭.৪ অংশ)

⑦ ৭.১০ আদর্শ প্রশ্নাবলি

১. অনুবাদ চর্চা ও তার প্রতিবন্ধকতা সম্পর্কে লিখুন।

২. শিশিরকুমার দাশ অনুদিত 'আন্তিগোনে' নাট্য-ভাবনাটি বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করুন।

৩. অনুদিত'আন্তিগোনে' নাটকের লক্ষ্য ভাষায় অনুবাদ বিশেষের গুরুত্বটি আলোচনা করুন।

*** *** ***